# সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| **তারিখঃ** | **বৃহস্পতিবার, ২৮ জানুয়ারী ২০২১ ইং,** | **১১:৩০ মিঃ-০১:১৫মিঃ** |
| **সভাস্থলঃ** | **মাইক্রোসফট টিমস্ (অনলাইন)** | |

**অংশগ্রহণকারীঃ**

বিডিআরসিএস, ব্র্যাক, সিআরএস/কারিতাস, আইওএম, হেক্স-ইপার, এইচআরএফ, এনআরসি, এফআইভিডিবি, ওয়ার্ল্ড কনসার্ন/ মেডেয়ার, নবলোক, কাতার চ্যারিটি, ইকো, আমান এবং শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টর।

**আলোচ্য সূচীঃ**

১। স্বাগত ও পরিচিতি পর্ব

২। সেক্টরের সাধারণ হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনাঃ সেক্টর সমন্বয়কারী

৩। শেল্টার টেগিং অনুশীলনঃ ইউএনএইচসিআর

৪। পরীক্ষামূলক শেল্টার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি প্রকল্পঃ ইউএনএইচসিআর

৫। পরীক্ষামূলক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পপ-আপ ষ্টোরঃ ইউএনএইচসিআর

৬। শেল্টার কারিগরী কার্যসম্পাদনকারী দলের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনা

৭। স্থানীয় জনগণের কারিগরী কার্যসম্পাদনকারী দলের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনা

৮। অন্যান্য

| আলোচ্য সূচী | আলোচনার সারমর্ম | করণীয় পদক্ষেপসমূহ |
|---|---|---|
| ১। স্বাগত ও পরিচিতি পর্ব | সেক্টর সমন্বয়কারী সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানান, রেকর্ড করতে অনুমতি গ্রহণ, চ্যাট বাক্সের মাধ্যমে মতামত অনুসরণ করার কথা জানান এবং আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন। | |
| ২। সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনা | সেক্টর সমন্বয়কারী সেক্টরের সাধারণ তথ্য হালনাগাদ করেনঃ<br><br>**কোভিড-১৯ সম্পর্কিত হালনাগাদ**<br>- ১৭ জানুয়ারী ২০২১ইং পর্যন্ত:<br>**রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতেঃ** স্বাস্থ্য সেক্টর এ পর্যন্ত ২৫,২৮১ **জন শরণার্থীর করোনা নমুনা পরীক্ষা করেছে। ১১-১৭** জানুয়ারী ২০২১ ইং পর্যন্ত ২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমনের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। এ পর্যন্ত নিশ্চিত **করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭৩ জন এবং মৃত্যু ১০ জন**। বর্তমানে ক্যাম্পের ১১ জন রোহিঙ্গা নিজ শেল্টারে কোয়ারেন্টাইন-এ রয়েছে। | |

**স্থানীয় জনগোষ্ঠীতেঃ** ২৯ জনের শরীরে করোনার উপস্থিতি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

- ২৩ জানুয়ারী ২০২১ ইং বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল যাত্রী যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে আসছেন তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

## অতীব জরুরী কার্যক্রম

২৪ আগষ্ট ২০২০ ইং এর পরে আরআরআরসি অফিস থেকে অতীব জরুরী কার্যক্রমের উপর নতুন কোন নির্দেশনা আসেনি। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টরের জন্যঃ অত্যন্ত দুর্বল শেল্টারের জন্য সহায়তা প্রদান অনুমোদিত এবং এটি চলমান। সহায়তা সুনির্দিষ্টকরণ এবং টিএসএ-।। নিশ্চিত করা, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং মধ্য-মেয়াদী শেল্টার তৈরীর অনুমতি প্রদানের জন্য শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টর আইএসসিজি এর মাধ্যমে আরআরআরসি অফিসের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং এইচএলপি সহায়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বশেষ নির্দেশের পাশাপাশি সৌরবাতি বিতরণ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভাউচার করার জন্য অতিরিক্ত অনুমোদন ছিল। ২০২০ সালের আগস্ট থেকে কিছু শর্তাবলীর আলোকে এখানে দ্বিতল শেল্টার নির্মাণের জন্য একটি সরকারী অনুমোদন রয়েছে তবে সম্প্রতি এটি এমওডিএমআর কর্তৃক স্থগিত করা হয়েছে।

- সেক্টর সমন্বয়কারী আরো উল্লেখ করেন যে, আরও শেল্টার সহায়তা পুনরায় শুরু হয়েছে, অংশীজনদের এখনও নিরাপদ বিতরণ এবং নির্মাণ সাইটগুলি বজায় রাখতে হবে, বিতরণ পয়েন্টগুলিতে যথাযথ লাইন, দূরত্ব, ভিড় জমায়েত এড়ানোর জন্য বিতরণের সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা, নিশ্চিত করতে হবে হাত ধোয়ার স্থানগুলি কাজ করছে এবং তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে।

## দ্বিতল শেল্টার নির্মাণ বিষয়ক হালনাগাদঃ

- সেক্টর সমন্বয়কারী ইউএনএইচসিআর এর নিকট জানতে চেয়েছেন বিগত সভার পরে দ্বিতল শেল্টার নির্মাণ বিষয়ে তাদের কাছে কোন হালনাগাদ আছে কিনা এবং প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, দুর্যোগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় সচিবের ক্যাম্প পরিদর্শন করার পরে দ্বিতল শেল্টার নির্মাণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাগো জানান যে, ক্যাম্পে দ্বিতল শেল্টার নির্মাণ বন্ধ করার বিষয়ে দুর্যোগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে কোন প্রকার অফিসিয়াল চিঠি তারা পাননি। নয়াপারা নিবন্ধিত ক্যাম্পে মধ্যবর্তী তলা বিশিষ্ট শেল্টার

পরিদর্শনকালীন সময়ে দুর্যোগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় সচিবের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আরআরআরসি মহোদয় নির্মাণ কাজ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ, ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় চলতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হবেন। এই সভার পরে আমরা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন নির্দেশনা আশা করছি। মন্ত্রণালয় এবং আরআরআরসি ভাসান চরে পাঠানোর জন্য সচেষ্ট। আপাতত সিদ্ধান্ত কী হবে তা ইউএনএইচসিআর জানে না।

- সেক্টর সমন্বয়কারী সহভাগিতা করেন যে, ক্যাম্পে অতীব জরুরী কার্যক্রমের চূড়ান্ত নির্দেশনা ও মূলতুবি আছে এবং এই মুহূর্তে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। সেক্টর তথ্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এবং যত দ্রুত সম্ভব অংশীজনদের তা অবগত করা হবে। তিনি আরো জানান যে, যারা দ্বিতল শেল্টার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করছে, নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত এটা করা তাদের জন্য সহজ হবে না।

**সুরক্ষা মূলধারায় সম্প্রক্তকরণ প্রশিক্ষণঃ**

- শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টরের জন্য ১৬ জন অংশগ্রহণকারী সুরক্ষা মূলধারায় সম্প্রক্তকরণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেক্টর সমন্বয়কারী অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করেছিলেন। যেহেতু অনেক প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নি, সেক্টর সমন্বয়কারী সুরক্ষা সেক্টরের সাথে কথা বলেছেন এবং সুরক্ষা সেক্টর বাংলাদেশের শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টরের কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতার আলোকে একটি উপযুক্ত টিপ শিট প্রস্তুত করবে। এর পরে ইংরেজী ভাষাভাষিদের জন্য একটি ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। ট্রেনিং এর সম্ভাব্য সময় মার্চ ২০২১ ইং।

**ক্যাম্পের জন্য নতুন সেনাদলঃ**

- ক্যাম্প ১১, ১২, ২০, ২০-সম্প্রসারণ, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৯ এ নতুন ৮ -পদাতিক বাহিনী দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এটি নতুন পদাতিক বাহিনী যারা ক্যাম্পে অবস্থান করবেন।

**শেল্টার সেক্টরের জন্য মতামত জরীপঃ**

- সেক্টর সমন্বয়কারী জানান যে, ১৬ জন মতামত জরীপে ফরম পূরণ করেছেন এবং কিছু ভালো প্রস্তাবনা সহভাগিতা করা হয়েছে। মূল্যবান মতামত প্রদান করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান ও এই সকল মতামত পর্যালোচনা করা হবে এবং পরবর্তি সভায় সহভাগিতা করা হবে।

**প্রশ্নোত্তরঃ**

১. ***সেক্টর সমন্বয়কারী অংশীজনদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে তারা কাঁটা তারের বেড়া নিয়ে কোন সমস্যা মোকাবেলা করছেন কিনা? সীমানার কারণে কোন সুবিধা কি বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা?***

- উত্তরে ইগর বলেন যে, ইউএনএইচসিআর টেকনাফে একটি সমস্যায় পড়েছেন, যেখানে বেড়ার কারণে একটি বিতরণ কেন্দ্রে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তি সপ্তাহে তারা পদাতিক বাহিনী কমান্ডারের সাথে সভা করার জন্য যাবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই বিতরণ কেন্দ্রটি স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা উভয় জনগোষ্ঠী জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই কমান্ডারের সাথে বেড়া তুলে ফেলা বা সরানোর জন্য আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো কোন ফলাফল আসেনি। যদি সেক্টরের পক্ষ থেকে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি জানাবেন।

২. ***এইচআরএফ এর ইলিয়াস জানান যে, তাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪০০০ এর ও বেশী দ্বিতল শেল্টার নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। সুতরাং তারা কেরোলিনার কাছ থেকে জানতে চায় তিনি কখন আরআরআরসি মহোদয়ের কাছ থেকে অনুমোদন পাবেন?***

- ক্যারোলিনা বলেন যে, আমরা সাধারণ আলোচনার সময় এই বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং হাগো (ইউএনএইচসিআর) ও সহভাগিতা করেছে যে, এই অনুমোদন আমাদের হাতে নেই, এটি সরকারের উপর নির্ভরশীল। সেক্টরের কাছে লিখিত অনুমোদন আছে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সকলে দুর্যোগ, ত্রাণ ও পূণর্বাসন মন্ত্রণালয়ের পরবর্তি নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করছি। ইলিয়াস গুরুত্বারোপ করেন যে, তারা উপকারভোগী নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত। সেক্টর সমন্বয়কারী জানতে চেয়েছেন, বাস্তবায়নের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার ভিত্তিতে আইওএম বা ইউএনএইচসিআর এর সাথে ঐক্যমত্য হয়েছে কি না এবং সাইট পরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কিনা এবং এই পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আরআরআরসির নিকট জমা দেওয়া হয়েছে কিনা? এইচআরএফ জবাবে এখনো হয়নি বলে জানান।
- যেহেতু কাজটি স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে তাই এইচআরএফ ছয়টি ক্যাম্পে তিনটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্বাচিত করেছেন। টেন্ডার কার্যক্রম চলমান। সেক্টর সমন্বয়কারী গুরুত্বারোপ করেন যে, এই সমন্বয় এবং সাইট পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবায়নের আগে হতে হবে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এইচআরএফ এর যথার্থ সাইট পরিকল্পনা প্রয়োজন। এবং এর জন্য আইওএম বা

| | | |
|---|---|---|
| | ইউএনএইচসিআর এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন যেখানে ৪০০০ এর ও বেশী দ্বিতল শেল্টার নির্মাণের জন্য যথেষ্ট পরিমান জায়গা আছে। তারপর অনুমোদনের জন্য সেই সাইট পরিকল্পনা সহ আরআরআরসির নিকট দরখাস্ত জামা দিতে হবে। আমরা যতটুকু জানি সাম্প্রতিক সময়ে জমা দেওয়া সাইট পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। অনুমোদন প্রক্রিয়া সর্ম্পূরূপে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।<br>কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা, এর ব্যাখ্যা করা এবং আইওএম এবং ইউএনএইচসিআর এর সাথে সমন্বয় করার জন্য কেরালিনা পরের সপ্তাহে এইচআরএফ কে আলাদা আলোচনা সভায় মিলিত হবার জন্য বলেন। | |
| ৩। শেল্টার চিহ্নিতকরণ অনুশীলনঃ ইউএনএইচসিআর | ইউএনএইচসিআর রেজিস্ট্রেশন ইউনিট এর পক্ষে ম্যাথিউ শেল্টার চিহ্নিতকরণ অনুশীলনের বিষয়ে উপস্থাপন প্রদান করেন।<br>**শেল্টার চিহ্নিতকরণ অনুশীলন**<br>- তিনি প্রকল্পের পটভূমি এবং মৌলিক আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।<br>- ইউএনএইচসিআর এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ক্যাম্পসমূহে ২০১৮ সালে এবং আইওএম এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ক্যাম্পসমূহে ( ক্যাম্প ৭, ১০ এবং ৪-সম্প্রসারণ বাদে) ২০১৯ সালে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। ২০২০ রাউন্ডটি মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল তবে কোভিড-১৯ এর সীমাবদ্ধতার কারণে মার্চ মাসে এটি বন্ধ ছিল কারণ এটি অতীব জরুরী কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কার্যক্রমটি ২০২০ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল এবং আজ অবধি ৬৪% সম্পন্ন হয়েছে। ইউএনএইচসিআর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এটি সম্পন্ন করার আশা করছে। বর্তমানে রাউন্ডটি শেষ করার জন্য আপডেট ড্রোন চিত্রগুলির জন্য অপেক্ষা করছে।<br>- আরকজিআইএস দিয়ে অনুশীলনটি করা হয়। ৫৫ জনেরও বেশি তথ্য সংগ্রহকারী নিয়মিত ঘরে ঘরে যান এবং পরিবার সম্পর্কিত তথ্য আপডেট করতে আইওএম-এনপিএম ড্রোন চিত্র এবং জিপিএস পয়েন্ট ব্যবহার করেন, যোগাযোগের বিবরণে এফসিএন / প্রগ্রেস নম্বর যুক্ত করা হয়।<br>- যখন পরিবারগুলি ভাষান চরে বা শ্যামলাপুর (ক্যাম্প -২৩) থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন তথ্য সংগ্রহকারীরা শেল্টার ট্যাগিং তথ্যসেট হালনাগাদ করে থাকেন ।<br>- তথ্য বিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পরীক্ষা করা হচ্ছে। খালি শেল্টারগুলির ক্ষেত্রে, শেল্টারের লোকজন, কারিগরী দিক থেকে শেল্টারের অবস্থা বিশ্লেষণ করছে।<br>- তিনি প্রগ্রেস তথ্যসেট এবং পরিবারের স্থান পরিবর্তন বিষয়ে সহভাগিতা করেন। | |

| | | |
|---|---|---|
| | **আরো বিস্তারিত জানার জন্য উপস্থাপনা দেখুন।** | |
| ৪। পরীক্ষামূলক শেল্টার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিঃ ইউএনএইচসিআর | **পরীক্ষামূলক শেল্টার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিঃ**<br>- ডমিনিক পরীক্ষামূলক শেল্টার চিহ্নিতকরণ প্রকল্পের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রবাহ এবং চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি সহভাগিতা করেন।<br>- ক্যাম্প ৪-সম্প্রসারণে শেল্টার চিহ্নিতকরণ প্রকল্পের পদ্ধতিটি পরীক্ষামূলকভাবে করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ এর সীমাবদ্ধতা কাজ সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। তাই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসে ইউএনএইচসিআর, অ্যাকটেড এবং সিআইসির সক্রিয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।<br>- শেল্টার ঠিকানা/পরিচিতি হলো ক্যাম্প, ব্লক, সাব-ব্লক, শেল্টার এবং সঠিক দরজা তথ্যের সসমন্বয়। শেল্টার পয়েন্ট/দরজার অবস্থানগুলির হালনাগাদ শেল্টার চিহ্নিতকরণ তথ্য থেকে আসে।<br>- বারকোড যুক্ত ঠিকানা বোর্ডে মুদ্রিত হবে এবং দরজায় ঝুলানো হবে।<br><br>**প্রশ্নোত্তরঃ**<br>শেল্টার সেক্টর সমন্বয়কারী অংশীজনদের শেল্টার চিহ্নিতকরণ এবং ঠিকানা পদ্ধতির বিষয়ে কোনও প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন।<br>- **আইওএম এর মনতাজঃ** *যেহেতু পরিবারসমূহ জিআইএস দ্বারা চিহ্নত করা হয়েছে, এটি কি শেল্টারের সঠিক অবস্থানটি দেখায়, এখানে কি পরিবারের সংখ্যা মান এবং শেল্টারের সংখ্যা মান একই হবে?*<br>এটি একাধিক আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসকারী পরিবারসমূহ বা শেল্টার সহভাগিতা করে বাসকরা পরিবারসমূহের উপর নির্ভর করে। চিহ্নিতকরণ ব্যক্তিগত শেল্টারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে।<br><br>- **দীপিকা, এইচএলপি সমন্বয়কারীঃ** যেহেতু এইচএলপি ভাষান চরে স্থানান্তরসহ উচ্ছেদের ঘটনাগুলি নিয়ে প্রচুর সমস্যার সন্মুখিন হচ্ছে। শরণার্থীরা তাদের শেল্টার কাঠামোটি অবশিষ্ট পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, সিআইসিবৃন্দ খালি শেল্টারগুলিতে তালাবন্ধ করতে চায়। যদিওবা শেল্টারটি বন্ধ দেখায় কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে/অভ্যন্তরীণভাবে এই শেল্টারগুলির হাতবদল হচ্ছে। দিপিকা জানতে চেয়েছেন- শেল্টার টেগিং পদ্ধতিতে কি এই সকল সমস্যার সন্মুখিন হয়েছেন? বা ট্যাগিং এবং ঠিকানা পদ্ধতির বনাম বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আসলে সম্পর্কটি কী? | সেক্টর সমন্বয়কারী অংশীজনদের সভার উপস্থাপনা সমূহ এবং অংশীজনদের তথ্য সহভাগিতা করবেন। |

| | | |
|---|---|---|
| | - **ম্যাথিউঃ** না, আমরা ঠিক এই বিষয়টির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তথ্য সংগ্রহ করছি না। তবে আমরা এই বিষয়গুলির জন্য সুরক্ষা, এইচএলপি, শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং এসএম এর সাথে আলোচনার পরিকল্পনা করছি। এইচএলপি এবিষয়ে ম্যাথিউ এবং ডোমিনিকের সাথে ফলোআপ করতে ইচ্ছুক।<br><br>- **হাগো:** ইউএনএইচসিআর শরণার্থীর সম্পত্তির মালিকানা কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করছিল? সুরক্ষার দৃষ্টিকোণঃ সাধারণভাবে কক্সবাজার এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে শরণার্থীরা তাদের শেল্টারের মালিক বলে মনে করে। বাংলাদেশে সরকার. সিআইসি, আরআরআরসি বিবেচনা করে না যে, নির্মিত কোন বস্তুগত কাঠামো শরণার্থীদের মালিকানাধীন হতে পারে। এটি এইচএলপি সমস্যার মৌলিক বিষয়। বিভ্রান্তি এড়াতে উপস্থাপনায় ব্যবহৃত পরিভাষার বিষয়েও তিনি কথা বলেছেন। ট্যাগিং হ'ল মূলত নিবন্ধকরণ অনুশীলন, পরিবারের অবস্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যদিকে ঠিকানা পদ্ধতি হলো বস্তুগত কাঠামো এবং একটি নম্বর প্লেট স্থাপন, বস্তগত কাঠামোর সনাক্তকরণের ব্যবস্থা।<br>- **মোহাম্মদঃ** শেল্টারের সম্পত্তি সম্পর্কে দীপিকার যথার্থ মন্তব্যের সাথে আরো যোগ করে বলেন যে, আইওএম এবং এসএমএসডি এর সাথে তাঁর প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনা আরো গতিশীল জন্য একটি বহুমাত্রিক দল তৈরি করতে চান। তারা এইচএলপি এবং ক্যারোলিনাকে এই আলোচনায় সম্পৃক্ত করতে চান।<br>সেক্টর সমন্বয়কারী সহভাগিতা করেন যে, এই জরীপ/পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সুবিধা হচ্ছে, শেল্টার এবং পরিবারের সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক দেখা। সহায়তা প্রদানের জন্য শেল্টার অংশীজনরা কিভাবে সাড়া প্রদান করছেন এটি সেই পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে। কারণ অংশীজনরা পরিবারের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সহায়তা প্রদান করছে। যদি দুটি পরিবার একটি শেল্টার ভাগাভাগি করে বাস করে তবে তারা দুটি পরিবারের সমমানের মালামাল পাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে মালামাল বাজারে বিক্রি করার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ তারা একটি পরিবারের মালামাল ব্যবহার করছে। অন্য গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো খালি শেল্টার চিহ্নিতকরণ। এটি স্থানান্তরের জন্য একটি সহায়তা হবে। সেক্টর সমন্বয়কারী চিহ্নিতকরণ অনুশীলনে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শেল্টারসমূহকে ও চিহ্নিতকরণ করছে কিনা তা জানতে চান। | |

| | | |
|---|---|---|
| | - জবাবে ইউএনএইচসিআর জানান যে, না। যেহেতু ইউএনএইচসিআর পরিবার গননা সংখ্যার/রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতির সাথে স্থাপনাসমূহের যোগসূত্র স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তাই এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর হবে না।<br>***সেক্টর সমন্বয়কারীঃ শরণার্থীদের আশ্রয় ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং এটি পুনরায় দখল না হওয়া অবধি শেল্টারের মালিকানার সাধারণত খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়। এমতাবস্থায় এটি জানা খুব ভালো হবে যে, কত সময় পরে খালি শেল্টারগুলোর চিহ্নতকরণ হালনাগাদ করা হবে?***<br>- কোনো হালনাগাদ হবে না। এটি এককালীন অনুশীলন। এটির জন্য প্রচুর সংস্থান প্রয়োজন।<br>- ঠিকানা পদ্ধতির অন্যান্য সুবিধা হ'ল সমন্বয় এবং তথ্য সহভাগিতা করা, সুরক্ষা দৃষ্টিকোন থেকে সহায়তার সমন্বয় করার জন্য অংশীজনদের মাঝে পারস্পরিক পরিবারের সকল তথ্য সহভাগিতা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ঠিকানা সহভাগিতা সাড়াদান কাজকে সহজতর করবে।<br>***ক্যারোলিনাঃ ইউএনএইচসিআর দ্বায়িত্বশীল এলাকায় চিহ্নতকরণ সম্পন্ন হয়েছে, আইওএম দ্বায়িত্বশীল এলাকার চিহ্নতকরণ এর বর্তমান অবস্থা কি? এটি কি শেষ হয়েছে না বাকী আছে?***<br>- না শেষ হয়নি, একনো বাকী আছে। টেকনাফ এরাকায় ড্রোন থেকে ছবি তোলা এখনো বাকী আছে। বর্তমানে তথ্য সংগ্রহকারীরা অবস্থানের ভিত্তিতে হালনাগাদ করছে। এখনো ক্যাম্প ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ এবং নিবন্ধিত ক্যাম্পে চিহ্নতকরণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।<br>***ক্যারোলিনাঃ চিহ্নতকরণ এবং ড্যাশবোর্ড এর উপর সহভাগিতা করা তথ্য সকলের জন্য সহজলভ্য কিনা?***<br>- দুর্ভাগ্যবশত এই তথ্য আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য।এটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। সেক্টর কি কাজে এই তথ্য ব্যবহার করবে ইউএনএইচসিআর এই ব্যাপারে আলোচনা করতে আগ্রহী।<br>- হাগো (ইউএনএইচসিআর) ম্যাথিউ এবং ডমিনিকের সাথে আরো যুক্ত করে বলেন যে, এই অনুশীলনগুলির জন্য প্রচুর সংস্থান প্রয়োজন যেহেতু ইউএনএইচসিআর এখনও জানেন না যে চিহ্নতকরণ অনুশীলন হালনাগাদ করার জন্য আর কোন তহবিল থাকবে কিনা। লোকেরা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে, তারা খাবার বা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করছে তাই তারা নতুন জায়গায় আবার নিবন্ধন ভুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে মূল লক্ষ্য একটি বেসলাইন স্থাপন করা।<br><br>**দীপিকা, এইচএলপি সমন্বয়কারীঃ** টেকনাফের ড্রোন ছবি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্যাম্প ২৪ এবং ২৫-এ মথিউয়ের | |

| | | |
|---|---|---|
| | মন্তব্যে সাথে আরো যুক্ত করে বলেন যে, এটি বেশিরভাগ বেড়া সম্পর্কিত এবং প্রচুর পরিবার হাইওয়ে রাস্তার পূর্ব অংশ থেকে পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং, পরিবারসমূহকে চিহ্নত করা বেশ কঠিন।<br>***সুতরাং, সেই শেল্টারগুরিকে চিহ্নত করার পরিকল্পনা কী? এটা কি ক্যাম্পসমূহ একীকরণের পরে?***<br>- **ম্যাথিউ:** ড্রোন ছবি তারা ভালভাবে পরিমাপে করেনি, এটি বড় পরিমাপে করা হবে। দীপিকা যে পয়েন্ট উল্লেখ করেছে এটি বিশেষ দ্রষ্টব্যে রাখা হবে।<br>**দীপিকা আরো বলেন যে,**<br>- শরণার্থীরা নিজে নিজে জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছে।<br>- এইচএলপি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছে। যেহেতু এখানে অনেকগুলো পরিবার, তাই এতে সামনে ৯-১০ মাস সময় লাগতে পারে।<br><br>**আরো বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংযোজিত উপস্থাপনা দেখুন।** | |
| ৫।নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরীক্ষামূলক পপ-আপ ষ্টোরঃ ইউএনএইচসিআর | ইকরাম ক্যাম্প ৪-সম্প্রসারণে ইউএনএইচসিআর পরিচালিত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পপ-আপ স্টোরের পরীক্ষামূলক অনুশীলনের উপর উপস্থাপন করেছিলেন।<br>- গত বছর ইউএনএইচসিআর পরীক্ষামূলক পপ-আপ স্টোর পরিচালনা করেছিল, এটি ২৮ শে অক্টোবর ২০২০ ইং থেকে শুরু হয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ ইং তে শেষ হয়েছিল।<br>- ইউএনএইচসিআর ২০২১ সালে ৪৫,০০০ কোর রিলিফ আইটেম (সিআরআই) পুনরায় বিতরণ করার পরিকল্পনা করছে।<br>- শরণার্থীদের পরামর্শ নিয়ে সিআরআই নির্বাচিত হয়েছিল এবং সিআরআইয়ের অগ্রাধিকার জানতে এফজিডি পরিচালিত হয়েছিল।<br>- ৫০ টিরও বেশি আইটেম পপ-আপ স্টোরটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেক্টর নির্দেশিকার পরামর্শ অনুযায়ী এটি করা হয়েছিল।<br>- ভাতার ভিত্তিতে সমস্ত আইটেম বিতরণ করা হয়েছিল এবং ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিল পরিবারের আকারের উপর ভিত্তি করে।<br>- ভাতা নির্ধারণের জন্য শেল্টার ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেক্টর নির্দেশিকা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল।<br>- ইউএনএইচসিআর এই ক্যাম্পের সকল পরিবারের জন্য এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা করেনি তাদের লক্ষ্য ছিল কেবল যে সকল পরিবারের সদস্য ৫ জন বা ৫ জনের অধিক এবং এতে মোট পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬৬৬। | |

- অনুশীলনটি ইউএনএইচসিআর বিতরণ টুলস জিডিটি ব্যবহার করে করা হয়েছিল এবং এই কাজের জন| " সেল্ফ সার্ভিস এপ্লিকেশন" নামে একটি সফটওয়ার তৈরী করেছে।

**এটি কিভাবে কাজ করে:**

- সুবিধাভোগীরা জিডিটি পয়েন্ট দিয়ে যেতে হবে এবং একটি টোকেন দেওয়া হবে। তারা দোকানে প্রবেশ করবে এবং আইটেম নির্বাচন করবে। প্রতিটি আইটেমের একটি বার কোড থাকে। সুতরাং, বিক্রেতা একটি অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে তার ট্যাবলেটে এটি রেকর্ড রাখে।
- তারপরে আইটেমগুলি পরীক্ষা এবং কত পয়েন্ট খরচ করেছে তা দেখতে তাদের যাচাইকরণ ডেস্ক পার হতে হবে। যদি পরিবারের সদস্য সংখ্যা তার ডাটা কার্ডের সাথে না মিলে তবে এটি সংশোধন করার জন্য একটি ডেস্ক রয়েছে।
- উপকারভোগীরা তাদের মোট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করতে একাধিক দিনে আসতে পারেন, সমস্ত পয়েন্ট এক দিন খরচ করতে হবে এমন কোন কথা নেই।
- তারা আইটেমগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করেছে এবং দেখা যাচ্ছে সুবিধাভোগীরা বেশিরভাই রান্নাঘরের আইটেম বেছে নেয়।
- এটি সম্পর্কে অনুশীলনোত্তর দলীয় আলোচনা ছিল। এবং শরণার্থীরা কিছু সুপারিশ প্রদান করেছিল ।

**প্রশ্নোত্তরঃ**

**উপস্থাপনার পরে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহঃ**

***১। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের কারা উপকরণগুলি বেছে নিচ্ছিলেন? পুরুষ না নারী?***

- পুরুষ সদস্যরা প্রতিদিনের কাজের বিনিময়ে অর্থ বা অন্যান্য কার্যক্রমে জড়িত থাকার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা আইটেমগুলি নির্বাচন করছিলেন। পুরুষের সংখ্যা নারীর তুলনায় কম ছিল।

***২। আপনি উল্লেখ করেছেন যে কিছু আইটেম দোকানে ছিল না?***

- কোভিড-১৯ এর কারণে তারা কোন যথার্থ পরিসেবা দিতে পারেনি। দোকানে আইটেম আনতে বিক্রেতার দেরি হয়েছিল, কখনও কখনও মান ভাল ছিল না এবং তাদের কাছাকাছি কোন গুদামও ছিল না।

***৩। পরিবারসমূহকে প্রতি বছর কত বার পয়েন্ট দেয়া হয়?***

- এটি একটি পরক্ষামূলক প্রকল্প, এবং কীভাবে এটি আরো বড় পরিসরে করা যায় এবং অন্যান্য ক্যাম্পগুলিতে এটি সম্প্রসারিত করা যায় এখনও এর উপর কাজ চলছে ।

| | | |
|---|---|---|
| | ***৪। সানজিদা, কারিতাসঃ কোন ব্লকে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল?***<br>- এটি পুরো ক্যাম্প ৪-সম্প্রসারণের করা হয়েছিল তবে নির্ধারিত উপকারভোগী ছিল ৫ বা ৫ এর অধিক সদস্য সম্পন্ন পরিবার, সকল পরিবারের জন্য নয়।<br><br>**আরো বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংযোজিত উপস্থাপনা দেখুন।** | |
| ৬। শেল্টার কারিগরী কার্যসম্পাদনকারী দলের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনা | শেল্টার কারিগরী সমন্বয়কারী স্নেহা মালানি শেল্টার কারিগরী কার্যসম্পাদকারী দলের তথ্য হালনাগাদ করেন।<br>**শেল্টার জরীপঃ**<br>- শেল্টার জরিপ চলছে এবং এখনও অবধি: ৯২০ টি শেল্টারে জরীপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০২ জন তথ্য সংগ্রহকারী জরীপ পরিচালনা করছে।<br><br>সেক্টর সমন্বয়কারী আরও যোগ করেছেন যে, চলমান জরীপের একটি সময়সূচি রয়েছে যা অংশীজনদের সাথে সহভাগিতা করা হয়েছিল। যদি অংশীজনরা জেনে থাকে যে জরিপটি তাদের ক্যাম্পে চলছে, তবে দয়া করে কারিগরী যাচাইয়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তা করুন। জরিপের ফলাফলটি পরের বছরের কৌশল নির্ধারণের কাজের ব্যবহার করা হবে।<br><br>**আরো বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংযোজিত উপস্থাপনা দেখুন।** | |
| ৭। স্থানীয় জনগণের শেল্টার কারিগরী কার্যসম্পাদনকারী দলের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনা | শেল্টার কারিগরী সমন্বয়কারী স্নেহা মালানি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শেল্টার কারিগরী কার্যসম্পাদকারী দলের তথ্য হালনাগাদ করেন।<br>- জনগণকে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতি এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম ৬টি পদক্ষেপ সহভাগিতা করেন। এবং পরিবীক্ষণ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে আপগ্রেড শেল্টার নির্মাণের সাথে সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি জরিপ / যাচাই রয়েছে।<br>- তারপরে স্নেহা কার্যক্রমটির অনুমোদন প্রক্রিয়াটি সহভাগিতা করেন। এই প্রক্রিয়াটির বিষয়ে সেক্টর একটি নির্দেশিকা নোট তৈরি করবে যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করার পরে এটি চূড়ান্ত হবে। তারপরে নিজ নিজ কর্মসূচীর জন্য অংশীজনরা এই নির্দেশিকা ব্যবহার করতে পারবে।<br>- সুবিধাভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে দেওয়া হয়েছিল যেখানে জ্যামবোর্ডে পদক্ষেপগুলি বিশদভাবে আলোচনা এবং সহভাগিতা করা হয়েছিল। | |

| | | |
|---|---|---|
| | - খসড়া সংকলন সম্পন্ন হয়েছে। আরও আলোচনার জন্য অংশীজনদের পরবর্তী টুইগে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।<br>**আরো বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক সংযোজিত উপস্থাপনা দেখুন।** | |
| ৭। অন্যান্য | সেক্টর সমন্বয়কারী (এসসি) সভায় অংশ নেওয়ার জন্য অংশীজনদের ধন্যবাদ জানান এবং ১:১৫ মিনিটে সভা স্থগিত করেন<br><br>· পরবর্তী সেক্টর সভা: ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২১ ইং, বৃহস্পতিবার | |